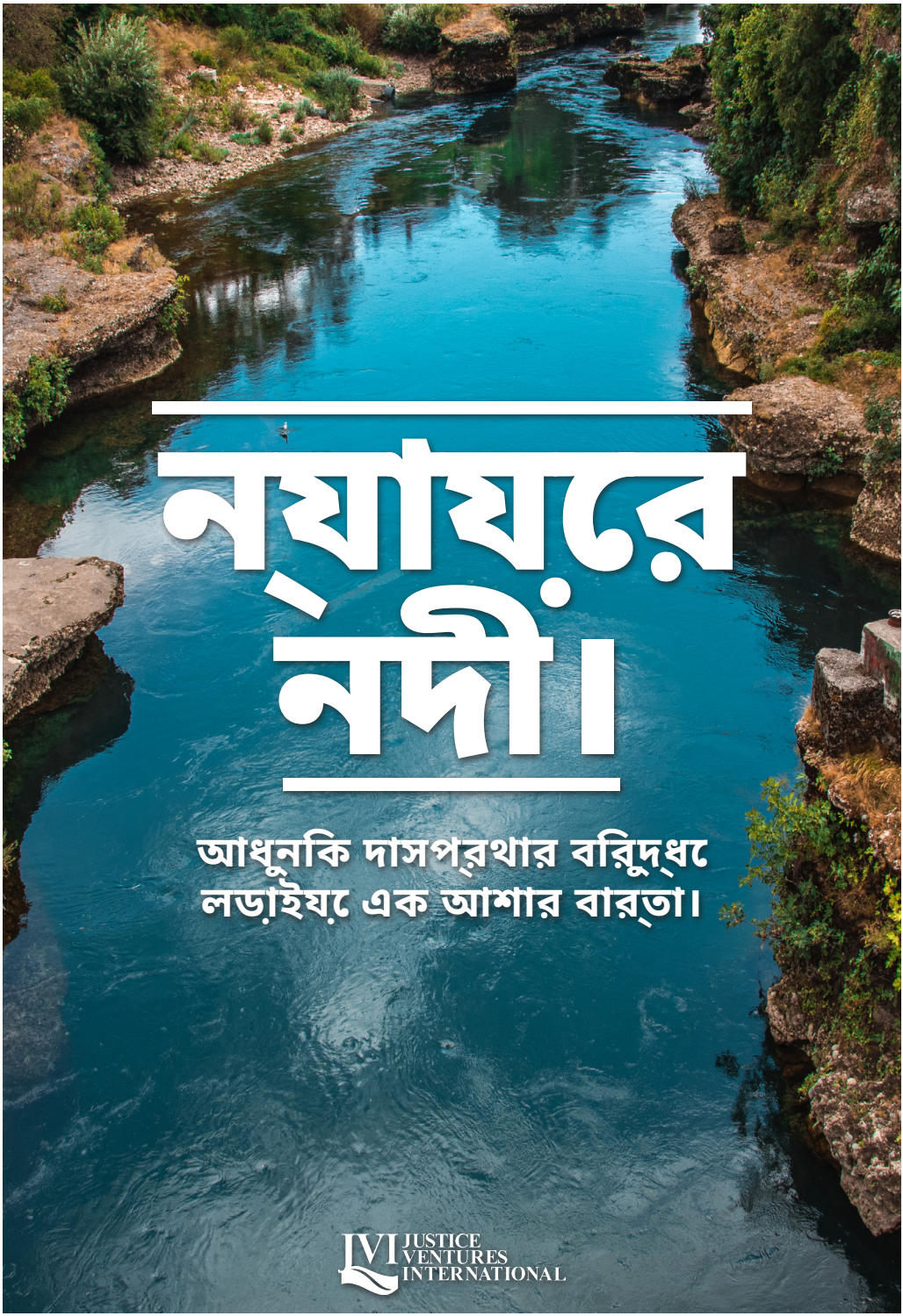
ন্যায়ের
নদী।
আধুনিক দাসপ্রথার বিরুদ্ধে
লড়াইয়ে এক আশার বার্তা।
JVI
JUSTICE
VENTURES
INTERNATIONAL

সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৪.৫ কোটিরও বেশি পুরুষ, নারী এবং শিশু যৌন পাচার, জোরপূর্বক শ্রম দাসত্ব এবং আধুনিক দিনের অন্যান্য দাসপ্রথার শিকার হয়েছে। এই বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে হতাশ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আশারও কারণ রয়েছে। এই উদ্যোগের মূল ভিত্তি স্থানীয় নেতা ও সংগঠনগুলোর কাজ, যাদের আমরা 'ন্যায় কেন্দ্র' নামে চিনি। তারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে একত্রে কাজ করছে আধুনিক দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এই আশার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আমোস গ্রন্থ থেকে নেওয়া নাদির চিত্র । সেখানে নবী উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন জাতি পুরো সম্প্রদায়কে বন্দী করে, নির্দোষ ও দরিদ্র মানুষকে রূপার বিনিময়ে বিক্রি করাকে তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করেন।

তিনি তাদের আহবান জানিয়েছিলেন যে –

"বিচারকে নদীর মতো বয়ে যেতে দাও, এবং ধার্মিকতাকে চিরপ্রবাহী স্রোতের মতো বয়ে যেতে দাও"।

আমোস ৫:২৪

JUSTICE VENTURES INTERNATIONAL

জেভিআই-এর লোগোতে নদীর চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যা ন্যায় প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতীক ।

দাসপ্রথার প্রশ্নে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি ধারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রমের মাধ্যমে বিস্তৃত হচ্ছে। এই প্রচেষ্টা দাসপ্রথা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে—যেখানে মানুষকে মুক্ত করা, পাচারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এখন আমি এই 'ন্যায় প্রবাহ'-এর বিষয়ে কিছু বলতে চাই। বড় কোনো নদীর যেমন উৎস, উপনদী ও শাখানদী থাকে, তেমনি এই উদ্যোগেরও উৎস ও নানা কার্যক্রম রয়েছে।

আধুনিক দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'ন্যায় প্রবাহ'-এর মূল উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয় সৃষ্টিকর্তাকে। তিনি সমাজের প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে মূল্য দেন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেন।

খ্রিস্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, ন্যায়বিচারকে ঈশ্বরের প্রেমের মান অনুসারে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রয়োগ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় । সহজভাবে বলা যায়, ন্যায় হলো সেই শৃঙ্খলা যা ভালোবাসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাইবেলের প্রথম গ্রন্থ 'উৎপত্তি'-তে এই সামাজিক শৃঙ্খলার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেখানে একটি নদীর কথাও বলা হয়েছে। 'উৎপত্তি' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর মানুষ ও নারীকে তাঁর নিজস্ব প্রতিচ্ছবিতে সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের আশীর্বাদ করেছিলেন এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছিলেন সবই ভালো বলে গণ্য করেছিলেন। এছাড়া উল্লেখ রয়েছে যে ঈশ্বর ইডেন উদ্যানে একটি বাগান রোপণ করেছিলেন, যেখানে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে উদ্যানে জল সরবরাহ করত এবং ইডেন থেকে বাইরে গিয়ে বিস্তৃত হতো।"

কিন্তু আমরা জানি পরবর্তীতে কী ঘটেছিল। পাপের কারণে নারী ও পুরুষ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তবুও ঈশ্বর যিনি মানুষকে ভালোবাসেন এবং ন্যায়বিচার ভালোবাসেন তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ত্যাগ করেননি। এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও তিনি ভালোবাসা ও ন্যায়ের মানদণ্ড মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এর উদাহরণ পাওয়া যায় মোশির আইনব্যবস্থায়, দশ আদেশে এবং জুবিলি বর্ষে। ঋণ ও দাসমুক্তির আইনেও এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। একইভাবে, নবীদের শিক্ষা, আমোসের আহ্বান, যিশাইয়ার ন্যায়ের খোঁজ, আর মীখার ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ—সবেতেই এর ছায়া দেখা যায়।

এই ন্যায়বিচারের নদীতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপশাখা রয়েছে—

1. **একজন ত্রাণকর্তা যিনি বিশ্ব পরিবর্তন করেছিলেন;**
2. **এক আত্মা যিনি মানুষকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে শক্তি দেন; এবং**
3. **একটি ক্রমবর্ধমান দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনকারী সংস্থা যা যৌথভাবে কাজ করছে।**

প্রথম উপশাখা, এক ত্রাণকর্তা যিনি বিশ্বকে পরিবর্তন করেছেন।

যীশু খ্রীষ্ট বিশ্বকে পরিবর্তন করেছিলেন –

1. তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে;
2. অন্যদের কীভাবে ভালোবাসতে হয় তার জীবন্ত উদাহরণ দিয়ে; এবং
3. ক্রুসে তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে |

শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়, যীশু খ্রীষ্ট নির্যাতিত ও নিপীড়িতদের প্রতি গভীরভাবে যত্নশীল ছিলেন। লূক রচনায় আমরা দেখি, তিনি তাঁর প্রকাশ্য মন্ত্রণালয়ের শুরুতে ঘোষণা করেন— “প্রভুর আত্মা আমার উপর, কারণ তিনি আমাকে দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য অভিষিক্ত করেছেন... বন্দীদের মুক্তি দিতে, নিপীড়িতদের স্বাধীনতা দিতে, এবং প্রভুর আশীর্বাদের বছর ঘোষণা করতে।”

আমরা তা দেখি মহান আদেশে, যেখানে বলা হয়েছে— “তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসবে” (মথি ২২:৩৯)। আমরা তা দেখি শুভ সমরীয় লোকের দৃষ্টান্তে। আবার দেখি ভেড়া ও ছাগলের শিক্ষা-পর্বে, যেখানে তিনি বলেন দুর্বল ও অবহেলিতদের যত্ন নিতে। তিনি শেখান, এই যত্ন আসলে তাঁর প্রতিই প্রদর্শিত ভালোবাসা (মথি ২৫:৩১–৪৬)।

যিশু দুর্বল, প্রান্তিক ও সমাজচ্যুতদের প্রতিও তাঁর ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তিনি সামাজিক স্তরের সব পর্যায়ের মানুষ এবং ভিন্ন ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এর একটি উদাহরণ আমরা পাই যোহন ৪ অধ্যায়ে, যেখানে তিনি কূপের ধারে সমরীয় মহিলার সঙ্গে আলাপ করেন।

একদিন এক সমরীয় মহিলা জল তুলতে এলে, যিশু তাঁকে জিগেশ করলেন, “তুমি কি আমাকে একটু জল দেবে?” মহিলা উত্তর দিলেন, “তুমি একজন ইহুদি আর আমি একজন সমরীয় নারী। তুমি কীভাবে আমার কাছে জল চাইছো?” কারণ ইহুদিরা সমরীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করত না। সমাজে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো। সেই প্রেক্ষাপটে পুরুষের কোনো নারীর সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলাও অস্বাভাবিক ছিল। আমরা আরও জানতে পারি, ওই মহিলার অতীত জীবন জটিল ছিল।

তিনি পাঁচ স্বামীর দ্বারা প্রত্যাখ্যান হয়েছেন এবং এখন বিবাহের বাইরে অন্যের সাথে বসবাস করছেন। তখন যিশু তাঁকে বললেন, “যদি তুমি ঈশ্বরের দান কি চিনতে, আর যদি জানতে কে তোমার কাছে জল চাইছে, তবে তুমি তাঁর কাছেই জল চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনের উৎসধারা দিতেন।” মহিলা বললেন, “হে প্রভু, তোমার হাতে জল তোলার কিছু নেই, আর কুয়াটিও গভীর। তুমি কোথায় থেকে সেই জীবনের উৎসধারা পাবে?” যিশু উত্তর দিলেন, “যে এই কুয়াটির জল পান করবে, সে আবার তৃষ্ণার্ত হবে। কিন্তু যে জল আমি দেব, সেটি পান করলে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। আমি যে জল দিই, তা তার অন্তরে চিরস্থায়ী জীবনের উৎস হয়ে প্রবাহিত হবে।” তিনি মহিলাটির সাথে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করলেন।

আধুনিক দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, যিশু আমাদের আহ্বান জানান একইভাবে কাজ করতে—যাতে আমরা নারী, পুরুষ এবং শিশুদের যত্ন নিতে পারি, যারা দমন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বন্দী অবস্থায় আছে।

সমরীয় মহিলার প্রতি যিশুর ভালোবাসা ও যত্ন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁর কথাবার্তায় "নদীর মতো" জীবন্ত জলের প্রতীকও ব্যবহৃত হয়েছে। এই জীবন্ত জলের প্রসঙ্গে যিশু আসলে সেই চিরন্তন জীবনের কথা বলেছেন, যা দেওয়া হয় প্রত্যেককে যারা বিশ্বাস করে যে তিনি ঈশ্বরের অবতার, যিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন—আমাদের পাপের দণ্ড শোধ করার জন্য। এটি সমগ্র বিশ্বের প্রতি ঈশ্বরের এক আশ্চর্য ভালোবাসার দান।

শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে— "কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই।" ক্রসে প্রদর্শিত তাঁর এই মহান ভালোবাসার প্রতিক্রিয়ায় আমরাও আহ্বান পাই আমাদের চারপাশের কষ্টভোগী মানুষদের ভালোবাসতে—বিশেষ করে যারা সমাজের একেবারে প্রান্তে আছে, যারা আজ যৌন পাচার, জোরপূর্বক শ্রম, দাসত্ব এবং আধুনিক দাসত্বের নানা ও সমস্যায় নানা রূপে বন্দী।

দাসত্বের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এই প্রবাহকে পুষ্ট করে যে প্রথম মহাশক্তির ধারা, তা হল যিশুখ্রিস্ট—মানবরূপে ঈশ্বর। তিনি ন্যায়ের যে গভীর শিক্ষা দিয়েছিলেন, পৃথিবীতে যে ভালোবাসার জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, এবং ক্রুশে আত্মবলিদানের মাধ্যমে যে বিশ্বাসীদের অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— সেই সবই মিলেই এই ন্যায়ের নদীকে করেছে শক্তিশালী ও অবিচল।

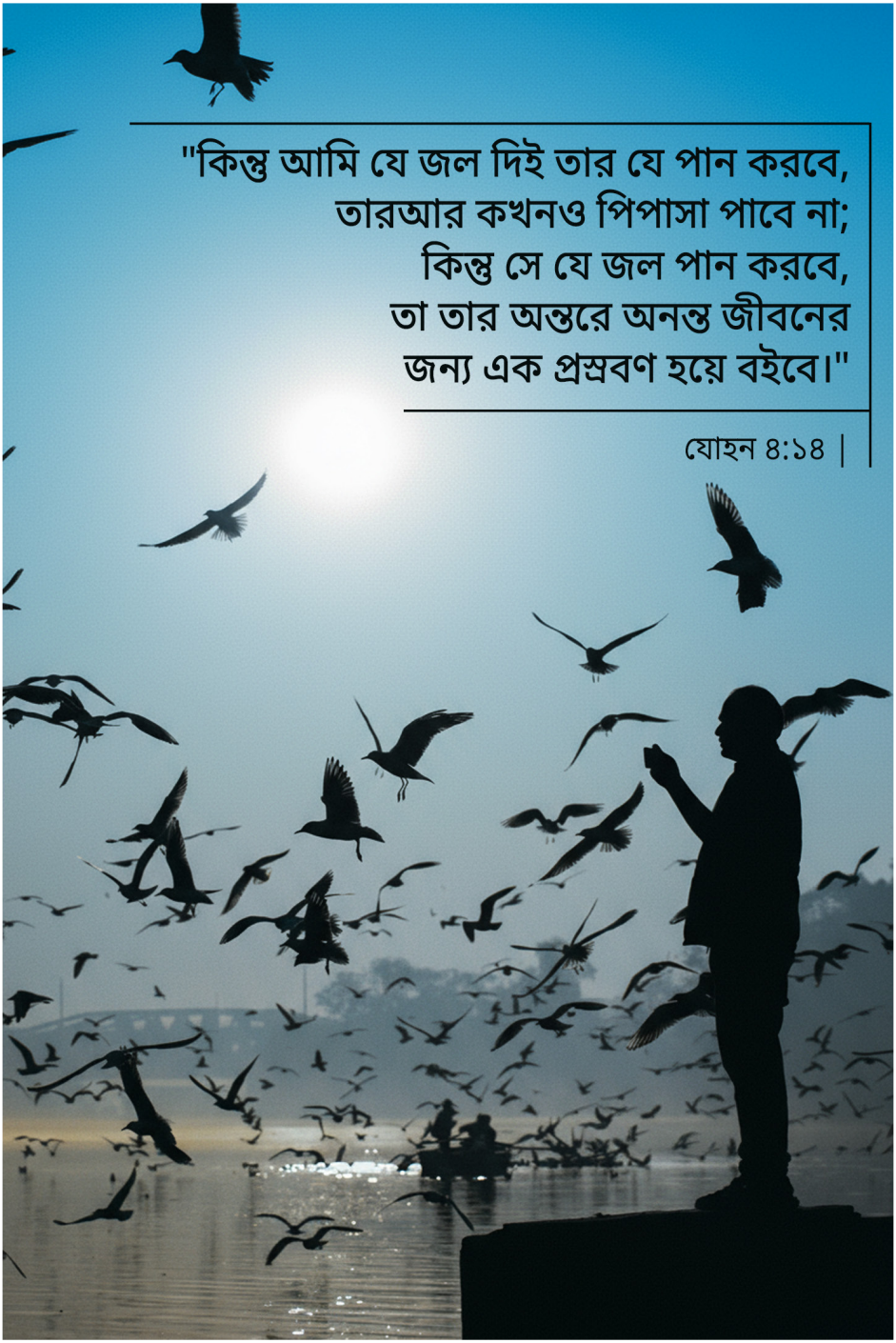
"কিন্তু আমি যে জল দিই তার যে পান করবে,
তারআর কখনও পিপাসা পাবে না;
কিন্তু সে যে জল পান করবে,
তা তার অন্তরে অনন্ত জীবনের
জন্য এক প্রস্রবণ হয়ে বইবে।"
যোহন ৪:১৪ |

দ্বিতীয় শক্তিশালী উপশাখা হলো পবিত্র আত্মা।

যোহন ৭ পদে আমরা দেখতে পাই যে যীশু যখন আবাস-উৎসবের শেষ দিনে কথা বলছিলেন, তখন তিনি জীবন্ত জলের এই শক্তিশালী চিত্রকল্পটি অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বলেন—"যে তৃষ্ণার্ত, সে আমার কাছে আসুক এবং পান করুক। যে আমার উপর বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে, তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী প্রবাহিত হবে।" এখানে তিনি পবিত্র আত্মার কথাই বলেছেন, যিনি পরে বিশ্বাসীদের দেওয়া হবে।

আধুনিক দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই "জীবন্ত জলের নদী", পবিত্র আত্মার কী ভূমিকা আছে? পবিত্র আত্মাই আমাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার শক্তি দেন।

যোহন ১৪-এ যিশু বলেন—"আমি তোমাদের অনাথের মতো ফেলে যাব না... কিন্তু সহায়ক, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা, যাকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি তোমাদের সব কিছু শিক্ষা দেবেন।" আমরা যখন যিশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, তখন ঈশ্বর আমাদের তাঁর পবিত্র আত্মা দেন। তিনি আমাদের পথ দেখান, পরিচালনা করেন, এবং সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য শক্তি দেন।

আধুনিক দাসত্ব যে ভয়াবহ নির্যাতন ও সহিংস দমনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, তার মোকাবিলায় আমাদের এই শক্তি প্রয়োজন। আমরা যদি একা এই সংগ্রামে নামি, তবে অবসাদগ্রস্ত হবই। কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে কাজ করেন, তখন আমরা নতুনভাবে শক্তি পাই, সাহস পাই এবং উজ্জীবিত হই। কারণ, অন্যদের সেবা করতে গিয়ে যখন আমরা আমাদের জীবন বিলিয়ে দিই, তখনই আমরা প্রকৃত জীবন খুঁজে পাই।

যিশাইয়ার ৫৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—যখন আমরা অবিচারের শৃঙ্খল খুলে দিই এবং নিপীড়িতদের মুক্ত করি তখন—

- আমাদের আলো ভোরের মতো উদ্ভাসিত হবে;
- আমরা ডাক দিলে প্রভু বলবেন, “আমি আছি”;
- তিনি সর্বদা আমাদের পথ দেখাবেন এবং আমাদের শক্তি দেবেন;
- আমরা হবো এক সজল উদ্যানের মতো;
- এক এমন প্রস্রবণ, যার জল কখনো শুকায় না।

আর যখন আমরা কঠিনতার মুখোমুখি হব—যা অবশ্যই হবে—তখন আমরা তাঁর উপর ভরসা করতে পারি। কারণ জাখারিয় ৪:৬-এ যেমন লেখা আছে: “এটি আমাদের শক্তি বা ক্ষমতা দ্বারা নয়, বরং ঈশ্বরের আত্মা দ্বারাই আমরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করব।”

তৃতীয় উপশাখা হলো এক ক্রমবর্ধমান দাসত্ববিরোধী আন্দোলন, যা যৌথভাবে কাজ করছে।

আমরা এই আন্দোলনকে বলি “একজনের শক্তি”। কারণ, একটি আন্দোলন শুরু হয় একজনের পদক্ষেপ দিয়ে, তারপর আরেকজন যোগ দেন, এবং ধীরে ধীরে অনেকের একত্রিত শক্তিতে তা এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত হয়—আধুনিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

এটি সেই **একজন তরুণীর** শক্তি, যিনি তাঁর শোষকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে নেন।

এটি সেই **একজন পুরুষের** শক্তি, যিনি বহু প্রজন্ম ধরে দাসত্বে কাটিয়ে অবশেষে নিজের স্বাধীনতা দাবি করেন।

এটি সেই **একজন কিশোরীর** শক্তি, যিনি সাহস করে সত্য বলেন—কীভাবে তাঁকে জোরপূর্বক দাসশ্রমে বাধ্য করা হয়েছিল।

এটি সেই **একজন স্থানীয় নেতার** শক্তি, যিনি দাসত্ব উন্মোচন করতে এবং মুক্তি নিশ্চিত করতে ঝুঁকি নেন।

এটি সেই **একজন সরকারি কর্মকর্তার** শক্তি, যিনি ঘুষ নেওয়ার বা দাসত্বের প্রতি চোখ বন্ধ করার চাপের মুখেও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ান।

এটি সেই **একজন উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়িক নেতার** শক্তি, যিনি তাঁর ব্যবসায় পরিবর্তন আনেন—প্রাক্তন দাসদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে বা তাঁর সরবরাহ শৃঙ্খলকে দাসত্বমুক্ত রাখতে নিশ্চিত করতে।

আর এটি **তুমি এবং আমি—আমাদের শক্তি**—যখন আমরা প্রার্থনা, সেবা এবং উদার দানশীলতার মাধ্যমে দাসত্ব থেকে মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নিই।

কিন্তু **একজনের শক্তি** ধারণাটি শুধু একজন মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো নয়। এর অর্থ একসাথে কাজ করাও—ঐক্য এবং অংশীদারিত্বের মনোভাব নিয়ে আধুনিক দাসত্বের সহিংস ও দমনমূলক অবস্থার বিরুদ্ধে।

এই অংশীদারিত্বের মনোভাবই জেভিআই-এর কাজের কেন্দ্রবিন্দু।

আমাদের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, ন্যায়ের কাজ কেবল তখনই টিকে থাকতে পারে যখন তা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানরা গ্রহণ করে এবং নেতৃত্ব দেয়—যেখানে অন্যায় ঘটে। সেই কারণে, জেভিআই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্থানীয় ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য—স্থানীয় চার্চ, এনজিও, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলে ন্যায়সম্মত সমাধান তৈরি করতে। পাশাপাশি সারা বিশ্বের স্বেচ্ছাসেবক, দাতা, বিনিয়োগকারী এবং প্রচারকদের মতো অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারদের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জেভিআই-এর মডেল কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা হাজারো মানুষের জন্য ন্যায় নিশ্চিত করেছি—আইনগত সহায়তা, মানবাধিকার প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতার মাধ্যমে। একই সঙ্গে চার্চ, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় প্রতিষ্ঠার সক্ষমতাও বৃদ্ধি করেছি, যাতে আরও বহু মানুষের জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ন্যায়ের শক্তির মিলন

যেমন নদীর বিভিন্ন উপশাখা একত্রে মিলিত হয়, তেমনি এই ন্যায় প্রবাহ-এও তিনটি শক্তিশালী উপশাখার মিলন ঘটে। এই মিলনই আধুনিক দাসত্বের বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তিতে রূপ নেয়। এই তিনটি উপশাখা হলো—

1. এক ত্রাণকর্তা, যিনি বিশ্বকে পরিবর্তন করেছেন;
2. এক আত্মা, যিনি আমাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠায় শক্তি দেন; এবং
3. এক দাসত্ববিরোধী আন্দোলন, যা একসাথে কাজ করছে।

আমাদের সামনে এখনো অনেক বড় কাজ বাকি আছে। কিন্তু আমরা জানি শেষটা কেমন হবে। বাইবেলের শেষ বই প্রকাশিত বাক্যে লেখা আছে— "তিনি তাদের চোখের সব অশ্রু মুছে দেবেন। আর মৃত্যু থাকবে না, শোক থাকবে না, কান্না কিংবা যন্ত্রণাও থাকবে না, কারণ পুরনো সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।" তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে এক নতুন ব্যবস্থা—ঈশ্বরের প্রেমের মানদণ্ড অনুযায়ী। সেই ঈশ্বরের শহরের একেবারে কেন্দ্রে থাকবে এক জীবন-জলের নদী—স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো, যা প্রবাহিত হবে ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে।

আপনি কি আমাদের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দেবেন? স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে | ঈশ্বরের সাহায্যে আমরা নিশ্চিত করতে পারবো যাতে ন্যায়বিচার নদীর মতো প্রবাহিত হবে এবং ধুয়ে নিয়ে যায় আধুনিক দাসত্বের করুণ ও ভয়াবহ প্রথাগুলোকে।

JVI
JUSTICE
VENTURES
INTERNATIONAL